রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১৩, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২১.০৯৩—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে গত ২২ মার্চ ২০২১ তারিখ ভারত সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০'-এ ভূষিত করার ঘোষণা প্রদান করে যা সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের।

০২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে এবং দেশের অবস্থানকে করেছে আরও সুসংহত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০'-এ ভূষিত করায় ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২২ চৈত্র ১৪২৭/০৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২২ চৈত্র ১৪২৭ / ০৫ এপ্রিল ২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে গত ২২ মার্চ ২০২১ তারিখ ভারত সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০'-এ ভূষিত করার ঘোষণা প্রদান করে, যা সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের। অহিংসা ও গান্ধীবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আর্থ-সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদান অহিংসা ও গান্ধীবাদী আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন; যার স্বীকৃতি হিসাবে বঙ্গবন্ধুকে ভারত সরকার এই পুরস্কারে ভূষিত করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষে এ পুরস্কার প্রাপ্তি জাতির জন্য অনুপ্রেরণার পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অপরিসীম ও অতুলনীয় অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পিত শোষণ, দুঃশাসন ও বঞ্চনার চির অবসান ঘটিয়ে বাঙ্গালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে পরিচালিত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন উপলক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং আটান্নর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত আন্দোলনের সবক'টিতেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন পুরোভাগে। এছাড়া ছেষট্টির ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে সূচিত গণজাগরণ, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এ দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামেই জাতিকে সুসংগঠিত করে নেতৃত্ব দেন এই মহানায়ক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই নিরন্তর আত্মত্যাগী প্রয়াসসমূহের সুফল প্রাপ্তি হলো বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এবং উদ্‌যাপন করছে দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম এবং বাঙ্গালী জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও অসাধারণ নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি সফল ও কার্যকর রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী, প্রাজ্ঞ ও সুদক্ষ নেতৃত্বের ফলে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করে আত্মমর্যাদাশীল জাতির ভূখণ্ড হিসাবে নিজেদেরকে প্রমাণিত করেছে।

মহাত্মা গান্ধীর ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে ভারত সরকার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করছে। যে সকল স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গ ইতিপূর্বে এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী অবিসংবাদিত নেতা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যান্ডেলা, তানজানিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নিয়েরেরে এবং ওমানের সুলতান কাবুস বিন সাইদ আল বুসাইদির নাম উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে এবং দেশের অবস্থানকে করেছে আরও সুসংহত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মন্ত্রিসভা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০'-এ ভূষিত করায় ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে মন্ত্রিসভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd